এখানে রিকশা নেই আছে ট্রাইশা

সিঙ্গাপুর

লিখেছেন আসজাদুল কিবরিয়া

(বাংলাদেশ সময়)

রাত ১১.৪৫ জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের উড়োজাহাজ ঢাকার মাটি ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেবিন ক্রু-রা শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে যাত্রীদের সিট বেল্ট বাঁধা হয়েছে কিনা, সিট সোজা করা আছে কিনা।

রাত ১.০০ ডিনারের ট্রলি নিয়ে বিমানবালারা এগিয়ে আসছে। মুরগি বিরিয়ানি অথবা সামুদ্রিক মাছসহ পাস্তা হলো প্রধান খাবার। আমার কাছে আসতেই একটু নিচু গলায় বললাম, 'ডু ইউ হ্যাভ এনি ভেজিটেরিয়ান ডিশ?' পুতুলের মতো বিমানবালাটি খানিকটা বিব্রত হয়ে বললো, 'স্যরি স্যার। বাট লেট মি চেক।' ১০ মিনিট সময় চেয়ে তার আগেই ফিরে এলো। হাতে একটা বাটি। উপরে ফয়েলের ওপর লেখা 'লক্টোভা-অকটো'। খাবারটা আনতে পেরে আমার চেয়ে ওকেই বেশি খুশি মনে হলো। ধন্যবাদ দিতেই চমৎকার একগাল হাসি উপহার দিয়ে বললো, 'এনজয় ইওর ডিনার,স্যার।'

(সিঙ্গাপুর সময়)

ভোর ৬.০০ চেঙ্গাই আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দরে অবতরণ করল উড়োজাহাজটি। বাংলাদেশের চেয়ে দু'ঘন্টা এগিয়ে সিঙ্গাপুরের সময়। সুসজ্জিত ও বিশালাকায় বিমানবন্দর দেখে একটু ভড়কে গেলাম। প্রথম একাকী বিদেশ সফরের উত্তেজনাটা যেন হঠাৎ চাগিয়ে উঠলো। তলপেটের ভেতর সুড়সুড়ি অনুভব করলাম, পা জোড়াও যেন কাঁপছে। একটা টেলিফোন থেকে সিঙ্গাপুর ট্যুরিজম বোর্ডের নির্ধারিত গাইডের মোবাইলে ফোন করলাম। 'ইজ ইট বশির?' 'ইয়েস।' বাইরে অপেক্ষায় আছে জানাতে আশ্বস্ত হলাম।

ইমিগ্রেশন পার হওয়ার সময় দেখলাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এসেছেন। আরো দেখলাম বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমদ আকবর সোবহানকে সপরিবারে।

সকাল ৭.০০ র‍্যাফেলস সিটিতে র‍্যাফেলস দ্য প্লাজা হোটেলে প্রবেশ করলাম। এটি আদি র‍্যাফেলস হোটেলের বিপরীতে আরেকটি অত্যাধুনিক হোটেল। নিচতলা থেকে চতুর্থ তলা পর্যন্ত শপিং সেন্টার ও কনফারেন্স হল। তার পর থেকে ২০ তলা পর্যন্ত হোটেলে থাকার কক্ষসমূহ। অভ্যর্থনা ডেস্কে নাম-ধাম লেখার পর ক্রেডিট কার্ড চাইল জামানত হিসেবে। যদি রুমে বসে হোটেলের কোনো বাড়তি সুবিধা নেই! জানালাম যে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করি না। সম্ভবত 'ফকির' ঠাউরালো। বিকল্প হিসেবে ১০০ ডলার জমা দিলাম। দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী সকাল ৯টায় বেরুতে হবে। অথচ রুমে ঢুকে হাত-পা ছড়িয়ে একটা জম্পেশ ঘুম দিতে ইচ্ছে করছিলো। বাথটবে আয়েশ করে গোসল করার পর প্রকান্ড বিছানায় পিঠ লাগাতেই বুঝলাম একটু ঢিল দিলেই খবর আছে। হঠাৎ টেলিফোন বাজতেই সচকিত হলাম। 'হাই বস, উই হ্যাভ টু গো ফর ব্রেকফাস্ট।'

সকাল ৯.৩০ চায়না টাউন সংলগ্ন 'ইয়া কুন' রেস্তোরাঁর বারান্দায় বসেছি আমরা। রোববার সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে ভিড়-ভাট্টা কম। বাটিতে দুটো অর্ধসেদ্ধ ডিম, পিরিচে কায়া টোস্ট আর ব্ল্যাক কফি এলো। সিঙ্গাপুরের প্রথাগত নাস্তা। বশির জানালো, 'কায়া হলো পনির আর ডিম থেকে তৈরি এক ধরনের জ্যাম।' এর সঙ্গে মাখন টোস্টে মাখিয়ে দেয়া হয়। রাস্তার ধারে মাথার ওপর বিশাল ছাতার নিচে বসে খেতে খেতে আশপাশের দৃশ্যপট দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল, পুরনো দিনের সিঙ্গাপুরের কিছুটা স্বাদ পেতে হলে এরকম জায়গাতেই আসা উচিত প্রথমে। হঠাৎই শান্ত পরিবেশটা সরব হয়ে উঠলো। স্কুলের এক দঙ্গল বালিকা এসেছে। দুই শিক্ষিকা সঙ্গে। ছুটির দিনে এভাবেই বিভিন্ন স্থানে ওদের নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানালো বশির। কথায় কথায় আরো জানলাম, বশির মূলত ইন্দোনেশিয়ান। ওর বাবা চলে এসেছিল এখানে। বশিরের বয়স ৫০ বছর পেরিয়ে গেছে। ওর ছেলে ইউরোপ

যাবে সঙ্গীতের ওপর উচ্চতর পড়ালেখা করতে।

সকাল ১০.৩০

চায়না টাউনে এলাম ট্রাইশায় চড়তে। এটি আসলে রিকশা। যাত্রী দু'জন পেছনে বসে আর চালক সামনে ডান দিকে বসে। সেই ১৮৮০ সাল থেকে মানুষ টানা রিকশা ছিল সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে সস্তা ও জনপ্রিয় বাহন। ১৯৪৭ সালে রিকশার জায়গায় আসে ট্রাইশা যা প্যাডেল চালিত। এখন অবশ্য শুধু পর্যটন আকর্ষণ হিসেবেই এটি আছে।

আমার ট্রাইশার চালক কিম নামের এক চীনা যুবক ট্রাইশা চালাতে চালাতে অনেক কথা বলে গেল। ট্রাইশায় চেপেই দেখলাম চায়না টাউন সংলগ্ন আবরার মসজিদ, হিন্দু মন্দির। এক জায়গায় ত্রিচক্রযানটি থামিয়ে কিম আমাকে নিয়ে গেল চীনা বৌদ্ধ মন্দিরের ভেতর। 'থিন হক কেং' নামের এই মন্দিরটিতে স্বর্গীয় প্রশান্তির জন্য দলে দলে ভক্তরা আসছে, আগরবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করছে। এক জায়গায় আবার দানবাক্সও আছে। সেখানে অনেকেই টাকা-পয়সা দিয়ে যাচ্ছে। মন্দিরটি ১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'এটা সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে পুরনো ও বড় মন্দিরগুলোর অন্যতম,' বলল কিম।

সকাল ১১.১০

কিম ট্রাইশা নিয়ে ঢুকে গেলো চায়না টাউনের বাজারের ভেতরে। রাস্তার দু'ধারে দোকান আর দোকানের সামনের জায়গাতেও পসরা সাজানো। অনেকটা ঢাকার ফুটপাথ দখল করে রাখার মতো। আমাদের ট্রাইশা বাধা মানবে কেন। কিম দক্ষ হাতে অলি-গলি দিয়ে ভেঁপু বাজিয়ে দিব্যি বেরিয়ে এলো।

বেলা ১১.৩০

সিঙ্গাপুরের ইতিহাস মানে আসলে এই অঞ্চলে চীনাদের আগমন ও বসতি গড়ার ইতিহাস। চায়না টাউনেই 'চায়না হেরিটেজ সেন্টারে' ঢুকে সেটাই মনে হলো। ঠিক যাদুঘর না, তবে অনেকটা ঐ ধাঁচে সাজানো এই সেন্টারে রয়েছে পুরনো দিনের বিভিন্ন নিদর্শন। গলিরও পর ছোট্ট ছোট্ট কুঠুরিতে যেভাবে তিন-চারজনের একটি পরিবার বাস করতো, রেসভাবে সাজানো ঘর আছে। বশির আমাকে বললো, 'চীনারা আসলে খুব নোংরা। আর ঐ সময় তো আরো বেশি নোংরা ছিল।' ওর কথাটা ঠিক। তবে ঐ সময় নিতান্ত দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণীর লোকজনই এভাবে থাকতে বাধ্য হতো।

দুপুর ১.০০

শিডিউল অনুযায়ী এখন মধ্যাহ্ন ভোজে যাওয়ার কথা থাকলেও তা অনুসরণ না করাই ঠিক মনে করলাম। বশিরও কোনো আপত্তি না করে সোজা নিয়ে এলো এশিয়ান সিভিলাইজেশন মিউজিয়ামে। ১৪ হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে পুরনো সম্রাজ্ঞী প্রাসাদের ভবনটি সংস্কার করে এখানেই গড়ে তোলা হয়েছে এই যাদুঘর। অভ্যর্থনা বুথ থেকে আমাদের জন্য পাস দেয়া হলো। সিঙ্গাপুর ট্যুরিজম বোর্ডের কার্যক্রম বেশ গোছানো বলেই মনে হলো। সবগুলো জায়গাতেই আগে থেকে সবকিছু জানানো।

বিশাল বিশাল ১১টি গ্যালারি জুড়ে সাজানো হয়েছে দূরপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া আর চীনের সভ্যতা বিকাশের বিভিন্ন নিদর্শন। যাদুঘরটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো সর্বাধুনিক প্রযুক্তির চমকপ্রদ ব্যবহার। গ্যালারির বিভিন্ন স্থানে কম্পিউটারের মনিটরে ভাসছে মানুষের ছবি। পর্দায় আঙুল স্পর্শ করলেই কথা বলে উঠবে সে। বলবে নির্দিষ্ট স্থানে মিউজিয়ামের প্রবেশপত্র বা কার্ড ঢোকাতে। কার্ড ঢোকানো হলে নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দেবে। আবার কিছু কিছু কম্পিউটারের মনিটরে আঙুল স্পর্শ করে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত পড়া যাবে। কানে হেডফোন লাগিয়ে শোনাও যাবে।

Pvqbv UvD‡bi GKwU Ask

UvBkvq †P‡c wm½vci P°i t`qvi gRvB Avjv`v

এশিয়ান সিভিলাইজেশন মিউজিয়ামে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যেভাবে পরিবেশনা আছে তা চমৎকৃত হওয়ার মতোই। আছে পুরনো বিভিন্ন ধরনের কোরআন শরিফের পান্ডুলিপি। বিষয় অনুসারে এমনভাবে আলো-আঁধারি ও শব্দ বিন্যাস করা হয়েছে যেন মনে হচ্ছিল অতীতের সেই সময়টাতে চলে গেছি।

তবে দক্ষিণ এশিয়ায় দেশ হিসেবে ভারতের কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলেও বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছুই নেই। শুধু উপমহাদেশের কালপঞ্জিতে ১৯৭১ সালে এসে লেখা হয়েছে, 'পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।'

দুপুর ২.১০

নাসি পাদাং রিভার ভ্যালি নাম শুনে ভেবেছিলাম, অন্তত নদীর ধারে কোনো রেস্তোরাঁয় খেতে যাচ্ছি। নামলাম ব্যস্ত রাস্তার ধারে একটি রেস্তোরাঁয়। বাইরে তখন বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। বশির বলছিলো ভেতরে বসার জন্য। আমি বাইরে বসার পক্ষপাতী। বিশাল ছাতার নিচে টেবিল পাতা আছে। ঝমঝম বৃষ্টির ছিটেফোঁটা গায়ে লাগছে। চারদিকে এক আশ্চর্য শৃঙ্খলা। আমি নিলাম ভাত, শসা-কিউকাম্বর লেটুসের সালাদ, আলু ভর্তা, আর শাক। বশির আর ড্রাইভার খেলো ভাত, সামুদ্রিক মাছ ও এনার্জি ড্রিংক।

দুপুর ৩.১৫

বুমবোটে চেপে রওনা হলাম সিঙ্গাপুর নদীর ওপর দিয়ে। গোটা সিঙ্গাপুরে একটাই মাত্র নদী। মাঝখানে নদী দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সরকার এটিকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তিন বছর ধরে চলে নদীর সংস্কার। নদীর দু'ধারে সারি সারি আকাশচুম্বী ভবন আর পাড়ঘেঁষা রেস্তোরাঁ, এতো সুসজ্জিত যেন ছবির মতো। 'এই নদীর ধারেই সিঙ্গাপুরের পুরনো দিনের বাসিন্দারা আবাস গেড়েছিল,' ভাসমান নৌকায় সাউন্ডবক্সে ভেসে এলো নারীকণ্ঠ। 'মাছ ধরার এক অজগ্রাম থেকে আজকে এক বিশাল সমুদ্রবন্দরে রূপান্তর ঘটেছে সিঙ্গাপুরের। তাতে এই নদীর অবদান অনেক।' আধঘন্টার যাত্রায় নদী ও এর আশপাশ সম্পর্কে চমৎকার ধারা বর্ণনা দেয়া যায়, কখন সময় কেটে যায় তা বোঝারই উপায় থাকে না।

দুপুর ৩.৪৫

মারলায়ন পার্কে নামলাম। সিঙ্গাপুর নদীর মোহনায় মাছের দেহরূপী সিংহ মাথাওয়ালা এই জন্তুটির বিশাল মূর্তির মুখ দিয়ে অবিরাম পানি ঝরছে। যেন নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে সিঙ্গাপুরকে পাহারা দিচ্ছে।

আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে বশির চলে গেল। বললো, সাড়ে পাঁচটায় রেডি হয়ে নিচে নেমে আসতে। কাগজপত্র উল্টেপাল্টে দেখলাম মাইস এশিয়া কংগ্রেসের রেজিস্ট্রেশন করতে হবে হোটেলের চতুর্থ তলায় কনভেনশন সেন্টারে। ওখানে গিয়ে বিপত্তি বাধলো। মিডিয়া রেজিস্ট্রেশন নাকি নিচে হবে।

নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট পর নিচে নামলাম। হোটেলের ইংক বারে একে একে লোকজন সমবেত হচ্ছে। এবারই প্রথম সিঙ্গাপুরে মাইস (মিটিং, ইনসেনটিভ, কনফারেন্স এন্ড ইভেন্ট) সম্মেলন হচ্ছে। এটা এশিয়ারও প্রথম সম্মেলন। মাইসের ধারণাটা হলো এরকম যে, কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান নিজ দেশ থেকে অন্য আরেকটি দেশে যাবে 'রথ দেখা-কলা বেচা'র কাজ করতে। মানে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিয়ে বিদেশে এসে বৈঠক ও ব্যবসার কাজ করা হবে, আবার বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ানোও হবে। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন কোম্পানি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের সঙ্গে মিলিয়ে মাইস বছরে একটি অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থা করে থাকে। সিঙ্গাপুরকে মাইস গন্তব্য হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত করার লক্ষ্যে এই তিন দিনের সম্মেলন। আজ সন্ধ্যায় এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

ইংক বার জমজমাট হয়ে উঠেছে। সবাই পানীয় নিচ্ছে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার সিনিয়র সাংবাদিক শ্রীনিভাস লক্ষ্মণ এসে যোগ দিলেন আমার সঙ্গে। বিদেশী সাংবাদিক বলতে এখন পর্যন্ত আমরা দু'জনই । সিঙ্গাপুর ট্যুরিজম বোর্ডের ইলেনি আমাদের প্রেস কিটস হস্তান্তর করলো।

লন্ডন লিমোজিনে চেপে আমরা রওনা হলাম সিঙ্গাপুরের হোয়াইট হাউস 'ইস্তানা'র উদ্দেশে। প্রধান ফটকের কাছে নিরাপত্তা তল্লাশি সেরে আমাদের গাড়ি সোজা চলে গেল ভেতরে। তল্লাশির জন্য আমাদের কারোরই নামতে হয়নি। প্রধান ফটক থেকে মূল ভবনে যাওয়ার পথটা দু'ধারে গাছে গাছে সুশোভিত। চত্বরে গাড়ি এসে থামতেই দু'পাশ থেকে দু'জন দরজা খুলে দিল। সিঙ্গাপুরের বিশেষ বিশেষ পেশার (যেমন বিমানবালা, ফাইভস্টার হোটেলের ওয়েটার) পোশাকে সজ্জিত তরুণীরা অভ্যর্থনা জানালো। আমাদের সম্মানে বেজে উঠলো ঢোল-ঢক্কর। পাথুরে চত্বর ধরে ঘাসের লনের দিকে এগুতে এগুতে